বিগত দিনে-
দোয়ার যে তরবারি চলেছিল লেখো'র ওপর একই ক্ষুরধারে আজও তা তেজোদীপ্ত

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

সংবাদটি সারা লাহোর শহর জুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে:

দিনটি ছিল ০৫ মার্চ ১৮৯৭, মধ্যাহ্ন কালের কাছাকাছি সময়ে মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় আনা হলো। পেটকাটা এমন অবস্থায় সে ছিল যে ধারালো কিছু একটা দিয়ে তার পেট কেটে দেওয়ায় নাড়িভুরি বের হয়ে গিয়েছিল, এবং তার মুখ থেকে বের হওয়া আওয়াজ মাতাগাভীর আশ্রয়প্রার্থী এক বাছুরের ডাকের মতো শোনাচ্ছিল।

আতঙ্কের এক অদ্ভুত দৃশ্য ছিল সেটি। আহত ঐ রোগীকে চিকিৎসা সেবা-সহায়তা দেওয়ার জন্য অবিলম্বে ডাক্তারদের একটি দল ডেকে আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন এক তরুণ চিকিৎসক, মির্যা ইয়াকুব বেগ। অপারেশনের প্রয়োজনে তাঁর এক ডাক্তার সহকর্মী তাকে 'মির্যা' বলে ডাক দিলে আহত ব্যক্তির মাঝে খুবই আতঙ্কিত আচরণ দেখে চিকিৎসক'রা বিস্মিত হোন; কেননা তার জীবন বাঁচানোর জন্য সবরকম চেষ্টাই তখন অব্যাহতভাবে চলছিল। সন্ধ্যা নাগাদ তার অপারেশন সম্পন্ন করা হয় আর রোগী আশঙ্কামুক্ত বলে চিকিৎসকরা আশ্বস্তও করেন। কিন্তু পরের দিন ০৬ মার্চ (ঈদুল ফিতরের পরের দিন) তাকে এই দুনিয়া ছাড়তে হয়।

ঐ ব্যক্তির নাম লেখরাম। সে হিন্দু আর্য সমাজের এক দুর্দান্ত ধর্মনেতা এবং অনুরাগী প্রচারকও বটে তবে তাঁর ভাষা ও বাচনভঙ্গী ছিল- যেমন বিশ্রী ও আক্রমণাত্মক তেমনি অহঙ্কার ও গর্বে ভরা। ইসলাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরআন মজীদের পবিত্র বাণী অবমাননার কোন সুযোগই সে হাতছাড়া করতো না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-র সতর্কীকরণের পরও বিরত না হওয়ায় তাঁর শাস্তিমুলক ভবিষ্যদ্বাণীর ফলস্বরূপ এ হতভাগা এমন নির্মমভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে কিয়ামতকাল পর্যন্ত ঐশী এক নিদর্শনে পরিণত হল।

যাঁর দোয়ার পরিণতিতে
নিহত হয়ে মরলো লেখো
ঘরে ঘরে উঠলো শোকের মাতম-
তিনি তো 'মির্যা'-ই ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে ভারতের। এ দেশটি যেন সকল ধর্মের আবাস-স্থলে

পরিণত হয়েছিল। খৃষ্টধর্ম পুরোপুরিভাবে তার থাবা বসিয়েছিল আর পাদ্রীদের এক বাহিনী ইসলামের উপর চড়াও হয়েছিল। হিন্দু এবং শিখরাও পৃথকভাবে আক্রমণ হেনে যাচ্ছিল। দু'টি প্রধান হিন্দু আন্দোলন সুস্পষ্টভাবে উত্থিত হয়েছিল - একটি ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্যটি আর্য সমাজ। ব্রাহ্মসমাজ ১৮৮৮ সালে কলকাতায় রাজা রাম মোহন রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর আর্য সমাজ ১৮৭৫ সালে মুম্বাইয়ে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ উভয় আন্দোলনই অসংখ্য সামাজিক সংস্কার করেছিল। তুলনামূলকভাবে ব্রাহ্মসমাজ একটি

মধ্যপন্থী দল ছিল, আর আর্যসমাজ ছিল কট্টর ও মৌলবাদী সংগঠন। 'বেদ' ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্মের ধর্মগ্রন্থকে তারা মিথ্যা বলত। স্বামী দয়ানন্দের ধর্মীয় শিক্ষাগুলো "সত্যরথ প্রকাশ" নামে মূদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়।

পণ্ডিত লেখরাম

লেখরাম ১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে ঝিলাম জেলার সৈয়দপুরে তারা সিং এবং ভগভরী'র গৃহে জন্মগ্রহণ করে। বাড়িতে তাকে 'লেখো' নামে ডাকা হত। পড়াশোনা শেষে সে পাঞ্জাব পুলিশে যোগ দেয় এবং পরে তাকে পেশোয়ারে বদলী করা হয়। নতুন কর্মস্থলে আসার পর, এখানকার আর্য-সমাজের সাথে তার যোগাযোগ ঘটে। লেখরাম স্বামী দয়ানন্দের কর্মকাণ্ড দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে, সে চাকুরী থেকে পদত্যাগ করল এবং আর্য সমাজের প্রচার কাজে নিজেকে নিবেদিত করল। পরে এই ব্যক্তি একজন ধর্মোপদেশদাতা এবং তাদের শীর্ষ প্রচারক বনে গেল। সে উর্দুতে ৩৩ টি বই রচনা করে, যা "কুল্লিয়াতে আরিয়া মুসাফির" নামে প্রকাশিত হয়। ইসলাম এবং এর মহান প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ছুরি চালানোর মতো কদর্য বাক্যবাণ সে ছুড়ত। তার মাথায় একমাত্র ধান্দা ছিল মুসলমানদের হিন্দু বানান। শাণিত বিদ্বেষী এমন বক্তব্যে সে হিন্দুদের চোখের তারা হয়ে ওঠে।

এই সেই যুগ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবমাননার সমুচিত জবাব দিয়ে ইসলামের সুমহান মর্যাদাকে অন্য সব ধর্ম ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত করার নির্ধারিত কাল অর্থাৎ 'তকমীলে ইশায়াতে হেদায়েত'-এর জামানা। ঐশী সাহায্য-সমর্থনের উজ্জ্বল নিদর্শনে সমৃদ্ধ এ যুগেই আবির্ভূত হয়েছেন হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদ (আ.), আলহামদুলিল্লাহ্!

ধর্মের সাহায্য-সমর্থনে জেগেছে আজি ঐশী উদ্দীপনা

শরতের ফসল ঘরে তোলার এই তো সময়ঃ

তিনি তাঁর প্রণীত বরাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের মাধ্যমে সমস্ত বিরূদ্ধবাদী হিংসুটে ও অস্বীকারকারী মিথ্যুকদেরকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন আর আহ্বান করেন যে, ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের চিরন্তন সত্যতা আর ইসলামের মহান প্রতিষ্ঠাতার শীর্ষ মর্যাদার প্রামাণিক সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য এ যুগে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ থেকে তিনিই প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন। আর, সত্যের তালাশে যে আছে, তাকে আত্মশুদ্ধি ও স্বস্তি পেতে তার নিজ সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটানোর আমন্ত্রণ জানান, যাতে ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে সত্যসন্ধানী নিশ্চিত অভিজ্ঞান লাভ করে ধন্য হয়।

"কারামাত গারচেহ বে নাম ও নিশাঁ আস্‌ত
বিয়া বেনিগার যে গুলামানে মুহাম্মদ"

অর্থাৎ : যদিও বর্তমানে অলৌকিক নিদর্শণ আর দেখা যায় না

তবে তুমি যদি তা দেখতে চাও তাহলে মুহাম্মদ (সা.)-এর এই গোলামের কাছে এসে দেখ।

১৮৮৫ সালে লেখরাম কাদিয়ান এসে প্রায় দুই মাস অবস্থান করে। কাদিয়ান ছেড়ে যাওয়ার সময় হযরত আকদস বরাবর একটি পোষ্ট-কার্ড লিখে যায়। তাতে লেখা হয়েছিল, আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে একটি নিদর্শন চেয়ে নিন। ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে হযরত আকদাস (আ.) 'মুসলেহ্ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশ করেছিলেন এবং লিখেছিলেন যে লেখরাম রাজি থাকলে তার সাথে সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যদ্বাণীও প্রকাশ করা হবে। এতে লেখরাম জবাব দিয়েছিল যে, আপনি (মির্যা সাহেব) যে ভাবে চাইছেন

সুস্থ্য সবল যুবক লেখরাম

তাতে আমার সম্মতি আছে এবং আমি (লেখরাম) ভবিষ্যদ্বাণী করি যে আপনি (মির্যা) তিন বছরের মধ্যে কলেরাতে মারা যাবেন। সে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের বিরোধিতা করে "তকযীবে বারাহীনে আহমদীয়া" বইটি প্রকাশ করে, যা হৃদয় বিদারক কদর্য কথায় ভরা ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লেখরামকে এহেন কদর্য অবমাননাকর আচরণ থেকে বিরত রাখার জন্য অতি গুরুত্বের সাথে সাবধান করেছিলেন কিন্তু সে নিজেকে সংযত করল না। তার অশুচি আক্রমণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ ঘটায় আর এ কারণে তিনি বাধ্য হয়ে আক্রমণকারী এই অপবিত্রের জন্য আল্লাহ্‌র সমীপে নিদর্শন যাচনা করলে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ইলহাম (ফার্সি) যোগে তাঁকে জানালেন-

"আজালুন জাসাদুন লাহু খুয়ারুন, লাহু নাসাবুন ওয়া আযাবুন"

অর্থাৎ : এ এমন এক প্রাণহীন বাছুর যার ভেতর থেকে অপছন্দনীয় ধ্বনি বেরুচ্ছে ,

আর তার এই অপরাধ এবং মন্দকথনের কারণে তার জন্য লাঞ্ছনা এবং শাস্তি অবধারিত।

তিনি আল্লাহ্ আরো বলেন-

"সাতু'রেফু ইয়াওমাল ঈদে ওয়াল ঈদ আকরাব"

অর্থাৎ : তুমি সেই নিদর্শণ, ঈদসম দিনে দেখবে আর সেই কাঙ্খিত ঈদ অতি সন্নিকটে।

এ প্রেক্ষিতে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে উদ্দেশ্য করে লিখেন:

"আলা আয়ে দুশমানানে নাদানো বে রাহ বেতারস আয তিগে বুররানে মুহাম্মদ"

অর্থাৎ : হে বিপথগামী পথভ্রষ্ট শত্রুরা!

মুহাম্মদের টুকরো টুকরোকারী তরবারিকে ভয় কর।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আশ্বস্তকারী বাণী লাভ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ এই ছয় বছর সময়কালের মধ্যেই লেখরাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পরাক্রমী শাস্তি-প্রকাশক লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবে।

বাস্তবতা ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কৃত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার প্রতিকূল:

মীরাট থেকে প্রকাশিত "আনিসে হিন্দ" পত্রিকার ২৫মার্চ ১৮৯৩ সংখ্যায় পণ্ডিত লেখরাম পেশোয়ারীর মৃত্যু সম্পর্কিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর এক সমালোচনা লিখা হয়। এতে তারা এমন ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে তাদের নিজেদের এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে মর্মাহত হওয়ার কথা ব্যক্ত করলে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বলে আনন্দ প্রকাশ করেন যে, তারাই এখন তার করা ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রচার করে চলছে।

সেই সাথে তিনি (আ.) তাঁর নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন যে, এর সাথে তার কোন ব্যক্তিগত অভিলাস যেমন জড়িত নয় তেমনি পণ্ডিত লেখরামের প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতা বা আক্রোশেরও কিচ্ছু নেই। পত্রিকাটি অনুযোগ তুলেছিল যে, সাধারণভাবে রোগব্যধিতে মানুষ মারা যেতেই পারে; তাই কারো মৃত্যুকে নিদর্শণ বানিয়ে উদ্দেশ্য সাধন ঠিক নয়।

জবাবে তিনি (আ.) বলেন, এমন ভবিষ্যদ্বাণী কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না বরং এর পূর্ণতা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাবে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী যদি এরূপ বৈশিষ্টের সাথে পূর্ণ হয় যা দেখলেই মন বলে ওঠে "আল্লাহ্‌র গযব", কেবল তখনই এই ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত বুঝতে হবে।

লক্ষ্যনীয় হলো- তাৎপর্যগত দিক থেকে ভবিষ্যদ্বাণীতে কেবল ভয়-ভীতি আর বিস্ময়ই নয় বরং ঘটনার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তা এমনভাবে পূর্ণ হয় যে সংঘটিত ঘটনা সকলের মনে ভয় ও বিস্ময় সঞ্চার করে; তাহলে তা সর্বসাধারণের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে। উদ্ভূত সত্য দর্শন করে সন্দেহ সংশয় দূর হয়ে যাবে এবং ন্যায়পরায়ণ লোকেরা লজ্জাবনত হয়ে নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করবে।

এ বাস্তবতায় তিনি (আ.) আরো উল্লেখ করেন যে, অন্যান্যের মতই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তিনিও একজন মানুষ। লেখরামের বয়স এখন ৩০ বছরের বেশী নয় অপরপক্ষে তিনি পঞ্চাশোর্ধ। সে যুবক. শক্ত সুঠাম দেহের অধিকারী স্বাস্থ্যও অতি উত্তম। অপরদিকে তিনি (আ.) বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। এ স্বাভাবিক পার্থক্য, যার সবগুলি লেখরামের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ফুটে উঠলে পরিষ্কারভাবে জানা যাবে কার ভবিষ্যদ্বাণী মনগড়া আর কারটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

লেখরামের অন্তিম যাত্রা

লেখরাম হত্যার ঘটনা যেভাবে ঘটেছিল

পণ্ডিত লেখরাম সম্পর্কে শাস্তিমূলক এক আগাম সংবাদ:

০২ এপ্রিল ১৮৯৩ মোতাবেক ১৪ রমযান ১৩১০ হিজরী, ভোরে তিনি (আ.) অর্ধ-নিদ্রাবস্থায় ছিলেন। তিনি নিজেকে একটি বৃহদাকার কক্ষে কয়েকজন বন্ধুর সাথে বসা অবস্থায় দেখতে পান। আর তখন হঠাৎ ভীতি-উদ্দীপক-রক্তচক্ষু বৃহদাকৃতির এক লোক উপস্থিত হল, চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলে তার কাছে মনে হল সে এক অদ্ভূত আকৃতির ও আজব প্রকৃতির

জীব। মানুষ নয় বরং সাংঘাতিক কঠোর ও কঠিন ফিরিশতা মনে হচ্ছিল। তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্র হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি (আ.) ভীতিপ্রদ ঐ চেহারা দেখে নেয়ার পূর্বেই সে তাঁকে (আ.) সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করল, লেখরাম কোথায়? সাথে সাথে আরো একজনের নাম নিয়ে বললো, অমুক কোথায়? এতে তিনি (আ.) বুঝতে পারেন লেখরাম ও অপর ব্যক্তিকে শাস্তি দানের জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ঐ ব্যক্তিও সম্ভবতঃ লেখরামেরই দলের লোক ছিল।

দিনটি ছিল রবিবার, আর সময় ভোর রাত ৪টা। *(বারাকাতুদ্ দোয়া পুস্তক)*

লেখরাম হত্যার কয়েক মাস আগে এক যুবক তার কাছে এসে তাকে বলেছিল যে, সে একজন মুসলমান, কিন্তু এখন সে হিন্দু হতে চায়, তাই লেখরাম খুশি হয়ে তাকে নিজের কাছে রাখল আর ০৭ মার্চ ১৮৯৭ আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষা প্রদানের দিন-তারিখ নির্ধারণ করল। তবে আর্য হিন্দুরা এমনটি করতে বারণ করে, শক্তভাবে এই কথা বলে নিষেধও করে যে এই ব্যক্তিটি তার পক্ষে খুব বিপজ্জনক হতে পারে, কিন্তু লেখরাম তাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে যুবকটি তার আরো কাছে জায়গা পেয়ে যায়।

০৫ মার্চ ১৮৯৭ (ঈদুল ফিতর) লেখরাম লাহোরের শাহ আলম মার্কেটস্থ তার বাসার উপর তলায় বসে কিছু একটা লেখালেখি করছিল এবং যুবকটি তার কাছাকাছি বসেছিল। লেখরাম ক্লান্ত হয়ে গা এলিয়ে দিলে যুবকটি ত্বরিৎ সুযোগ নিয়ে লেখরামের পেটে একটি ধারালো ড্যাগার বা ছুরি ঢুকিয়ে দেয় আর পেচিয়ে বারবার ঘোরায় যাতে নাড়িভুরি পুরোপুরি কেটে বাইরে বেরিয়ে আসে। আহত লেখরামের মুখ থেকে জবাই করা বাছুরের মতো শব্দ শোনাচ্ছিল। নীচে উঠানে লেখরামের স্ত্রী ও মা উভয়ই বসেছিল। কাতরানির আওয়াজ শুনে তারা ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। আসার সময় লেখরামের মা দেখতে পায় যে খুনী যুবক ধীরে ধীরে পাশের কামরায় ঢুকে গেল। লেখরামের মা দ্রুত এগিয়ে এসে কামরার দুয়ার বন্ধ করে বাইরে থেকে কড়া আটকিয়ে দিয়েছিল। ইতোমধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছুলে পুলিশের তত্ত্বাবধানে কামরাটি খোলা হয়েছিল, তবে ঘর থেকে বেরোবার কোনও উপায় ছিল না কেবলমাত্র আলো ঢুকবার মত একটিই ছোট্ট ফাঁকফোকড় ছিল যা গলিয়ে এক চড়ুই পাখি ছাড়া অন্য বড় কিছুরই বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নীচের গলিরাস্তার উপর একটি বিবাহ অনুষ্ঠান চলছিল এবং প্রচুর লোক সমাগম ছিল সে অনুষ্ঠানে, কিন্তু কেউই সে ঘাতককে চলে যেতে দেখে নি। তাহলে খুনি সর্বশেষে গেল কোথায়? সে আকাশে উঠে গেল নাকি পৃথিবী তাকে গিলে ফেললো?

কে ছিল এই খুনি? কোথা থেকে এসেছে আর গেলই বা কোথায় কেউ জানে না?

অভিযোগের প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাড়িও তল্লাশি করা হয়েছিল এবং তন্ন তন্ন করে সমগ্র ভারতে অনুসন্ধান চালানো হলেও হত্যাকারীর হদিস পাওয়া যায় নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন–

"অবশ্যই বুঝতে হবে যে, ঐ ছুরিটি যা তার উপর চালিত হয়েছিল, সেই একই ছুরি নিয়ে সে আমাদের নেতা ও মনিব (সা.)-এর অসম্মান করে তাঁর (সা.) ওপর অনেক বছর ধরে খেলা করে আসছিল।" *(সিরাজুম্ মুনির)*

একজন লোককে এভাবে হত্যা করে মেরে ফেলায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এরও খুব দুঃখ হয়।

তিনি (আ.) বলেন, "এই মুহূর্তে বেদনার এক অদ্ভুত অবস্থা রয়েছে আমাদের এবং সুখের সাথে দুঃখও পাচ্ছি। কারণ, লেখরাম যদি গালাগালি করা থেকে বিরত থাকত আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি আমি তাঁর জন্য দোয়া করতাম আর আমি এতটা আশান্বিত যে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও সে প্রাণে বেচেঁ যেত। তবে আমি আনন্দিত এজন্য যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও পূর্ণ হয়েছে।"

সেই যুগের লেখরাম তো তার নিজ পরিণামে পৌঁছেই গিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আরও লেখরামের নিদর্শনমূলক মর্মান্তিক মৃত্যুচিহ্ন দেখিয়েছেন, যার সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জানিয়েছিলেন আর সে হলো এ যুগের লেখরাম-পাকিস্তানের সেনা শাসক জিয়াউল হক।

পাকিস্তানে নট-মুসলিম ঘোষণাকারী ভুট্টো আর কলেমা-আযান নিষিদ্ধ অর্ডিনেন্স জারীকারী জেনারেল জিয়াউল হক; উভয়ই ঐশী নিদর্শণে পরিণত হয়েছে। তাদের একজন অপরজন দ্বারা বিচারের সম্মুখীন হয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকে মরে "নব্য ফিরাউন" সাব্যস্ত হয়েছে আর অপরজন ঐশী কোপানলে পড়ে আমেরিকার কাছ থেকে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ক্রয়োত্তর প্রথম মহড়াকালে আরোহনরত অবস্থায় বিমান বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে বায়ুর মহাসমুদ্রে ডুবে গিয়ে এ যুগের 'নব্য লেখরাম'-এ পরিণত হয়েছে। কথিত আছে, জমীনে প্রাপ্ত যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষে তার বাধানো দাঁতের চোয়ালের অংশবিশেষ পাওয়া যায় আর কফিনে ঐটুকু রেখেই দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এতটা উজ্জ্বল নিদর্শণ বানিয়ে ছেড়েছেন। পাকিস্তানের এ হীন কর্মের ফলশ্রুতিতে শাস্তিমূলক নিদর্শন দেখে বর্তমান বিরোধীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

হ্যায় তেরে পাছ কিয়া গালিও কে সেওয়া
সাথ মেরে হ্যায় তা'য়ীদে রাব্বুল ও'রা

কাল্ চালি থী যো লেখো পে তেগে দোয়া
আজভি এয়্ন্ হোগা তো চল্ জায়েগী

অতএব, এখন কেবল আমরাই নই বরং সমগ্র বিশ্বই আজ দোয়ার ক্ষুরধার তেজ দেখবে আর ভবিষ্যতেও দেখতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গোলামদের সপক্ষে এমনই নিদর্শন দেখাতে থাকবেন, ইনশা-আল্লাহ্!